১ম পুনর্মিলনী ২০১৭

চলো ফিরি কৈশোরে...

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া
অ্যালামনাই এসোসিয়েশন

www.rdalsc.edu.bd

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজ

গৌরবের ৩১ বছর

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ জাতীয় শিক্ষাঙ্গনে একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৫ সালের ১৫ এপ্রিল একাডেমীর তৎকালীন মহাপরিচালক পল্লী উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ মরহুম এম, নুরুল হক ও একাডেমীর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের (যাদের মধ্যে সর্বজনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান, মোঃ মোখলেছুর রহমান খাঁন, মীর আলতাম হোসেন, মোঃ আব্দুল মান্নান, মোঃ আব্দুল আহাদ, মোঃ খন্দকার আমজাদ হোসেন, মোঃ মোসলেম আলী, মোঃ নজরুল ইসলাম ও মোঃ ফজলুর রহমান অন্যতম) ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একাডেমী সহ গ্রামীণ এলাকার সাধারণ মানুষের সন্তান-সন্ততিদের লেখাপড়ার সুবিধার্থে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময়ে কর্মরত একাডেমীর সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক দিনের বেতন দিয়ে স্কুল পরিচালনা তহবিল গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তী মহাপরিচালক জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী প্রতিষ্ঠানটির উন্নয়নে যুগান্তকারী অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁর সহধর্মিনী বেগম কুদসিয়া চৌধুরী তাঁদের দুই সন্তানকে সে সময়ের মাটির ঘরের স্কুলে পড়িয়ে একাডেমীর সকল অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করেন যা স্কুল এন্ড কলেজের ভিত্তি আরও দৃঢ় করেছে। একাডেমীর অনেক অনুষদ সদস্য ও কর্মচারীগণ সে সময়ে নিজ দায়িত্বের পাশাপাশি বিনা পারিশ্রমিকে স্কুল এন্ড কলেজে পাঠদান করেছেন।

আরডিএ ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজের বিশেষত্ব হলো এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়ে বাস্তবমুখী শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়ে থাকে। ইউনিয়ন পর্যায়ের এই স্কুলটিতে মেধাবী শিক্ষার্থীদের কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনের পাশাপাশি আরডিএ প্রদর্শনী খামারে হাতে কলমে বাস্তবধর্মী জ্ঞান অর্জনের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া একাডেমীর অনুষদ সদস্যগণ শিক্ষা বিষয়ক গবেষণার জন্য এই স্কুল ও কলেজ ব্যবহার করে থাকেন। গ্রামীণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গুণগতমানের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে গবেষনা ও প্রায়োগিক গবেষনা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জনাব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী সর্বপ্রথম একাডেমীর অনুষদ সদস্য শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ড. মোকসেদুল হামিদকে দায়িত্ব দেন। পরবর্তীতে ড. মোকসেদুল হামিদের নিরলস প্রচেষ্টায় পাঠদান কার্যক্রমে অগ্রগতি সাধিত হয়।

আরডিএ ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিবিড়ভাবে পাঠদানের পাশাপাশি গ্রামীণ সমস্যা ও সম্ভাবনা এবং উন্নয়ন বিষয়ক ব্যবহারিক শিক্ষা শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যত কর্মজীবনে তাদের জ্ঞানকে পল্লী উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নে কাজে লাগাতে সহায়তা করে থাকে। দেশে গ্রামীণ পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে, কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানটি মানসম্মত শিক্ষাদান নিশ্চিত করে একটি মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। ফলশ্রুতিতে ফলাফল ভালো হওয়ায় অধ্যয়নকৃত ছাত্র-ছাত্রীরা দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে একদিকে যেমন সুযোগ পাচ্ছে তেমনি অনেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশের মুখ উজ্জল করছে। এদের মধ্যে বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, কুটনৈতিক মিশনে কর্মরত কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যারা স্ব-স্ব অবস্থান থেকে তাদের কাজের মাধ্যমে দেশ ও জাতির উন্নয়নে অবদান রাখছে।

১৯৯০ সাল থেকে এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা এসএসসি পরীক্ষায় এবং ২০০৩ সাল থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আসছে। ২০১৬ সাল পর্যন্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শতভাগ সফলতা অর্জন করেছে। সর্বশেষ ২০১৬ সালের জেএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০% এবং A+ ২০৪ জন (৯৫%)। এসএসসি ২০১৬ পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%, A+ ১৪২ জন (৮৭%) এবং এইচএসসি ২০১৬ পরীক্ষায় পাশের হার ৯৯.৬৮%, A+ ৮২ জন (২৬.২০%)। উল্লেখ্য ২০১৬ সালে এ প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ জন এবং মেডিকেল কলেজে ৪ জন শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছে যাদের মধ্যে একজন অতি নিম্ন আয়ের সেলুন কর্মীর সন্তানও

রয়েছে। গ্রামীণ এলাকার এসব পিছিয়ে পড়া মানুষের সন্তানদের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমেই এই স্কুল এন্ড কলেজ সৃষ্টির স্বার্থকতা।

বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ২,৭০০ জন শিক্ষার্থী এবং ৭০ জন অভিজ্ঞ শিক্ষক ও ৪২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটি নিরাপদ ও উন্নতমানের হওয়ায় এখানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির চাপ অত্যন্ত। কিন্তু শ্রেণিকক্ষ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ অপ্রতুল থাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় এবং সরকারের অর্থায়নে স্কুল এন্ড কলেজের জন্য দেশে এই প্রথম নির্মিত হচ্ছে ১০তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন এবং ১০তলা বিশিষ্ট গার্লস হোস্টেল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরডিএ ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, একজন কুমারের ছেলে বুয়েটে ভর্তি হয়েছে, একজন সেলুন কর্মীর ছেলে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে, এছাড়া অন্যান্য স্বল্পআয়ের মানুষের সন্তানদের বিভিন্ন সাফল্যের কথা শুনে একাডেমিক ভবন নির্মানের অনুমোদন দিয়েছেন এছাড়া প্রবাসী শ্রমজীবি মানুষ যারা এ দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছেন তাদের মেয়ে শিশুদের আবাসনের জন্য হোস্টেল নির্মানের অনুমোদন দেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে খেলাধূলা যেমন-ফুটবল, ভলিবল, হ্যান্ডবল, ক্রিকেট ইত্যাদির আয়োজন করা হয়ে থাকে। খেলাধূলার পাশাপাশি বিতর্ক, আবৃত্তি, বক্তৃতা, গল্প বলা, নৃত্য, জ্ঞান-জিজ্ঞাসা, মুকাভিনয়, চিত্রাঙ্কন, সংগীত, সাঁতার ও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ইতোমধ্যে এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। উল্লেখ্য যে, ২০১০ সালে ‘জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায়’ অংশগ্রহণ করে একজন শিক্ষার্থী প্রথম পুরস্কার হিসেবে স্বর্ণপদক লাভ করেছে এবং ২০১১ ও ২০১২ সালে ‘জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায়’ অংশগ্রহণ করে একজন শিক্ষার্থী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০১৫ এ অংশগ্রহণ করে জাতীয় পর্যায়ে একজন শিক্ষার্থী নৃত্য বিষয়ে প্রথম স্থান এবং একজন শিক্ষার্থী নজরুল সংগীত বিষয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে।

প্রতিষ্ঠানে সুসজ্জিত দক্ষ স্কাউট ও গার্লস্-ইন-স্কাউট দল রয়েছে। উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল সমাবেশে অংশগ্রহণ করে স্কাউটদল পুরস্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- জাতীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান অর্জন। ইতোমধ্যে ৩৬ জন স্কাউট বাংলাদেশ স্কাউটসের সর্বোচ্চ পুরস্কার ‘প্রেসিডেন্টস স্কাউট অ্যাওয়ার্ড’ অর্জন করেছে। দুই জন স্কাউট ইতোমধ্যে জাপান ও মালোশিয়ায় আন্তর্জাতিক সমাবেশে অংশগ্রহণ করে এ প্রতিষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। এছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনস্বাস্থ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে স্কাউটরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আগামী ২৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে এ প্রতিষ্ঠানের ৩১ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রথম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমি আশা করি পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক পরিচালিত পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া পল্লী এলাকার দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

এম এ মতিন
মহাপরিচালক
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া ও
সভাপতি, গভর্নিং বডি, আরডিএ ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া।

আলোক মালায়

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ ও অনন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বগুড়া

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষা ছাড়া আমরা কখনই সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করতে পারব না। কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে পৃথিবীর মানচিত্রে নিজেদেরকে পরিচিত এবং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা কখনই ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশ তথা ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হতে পারব না; যদি আমরা শিক্ষার গুণগতমান পরিবর্তন, শিক্ষা অর্জন, লালন এবং পালন করতে না পারি।

দেশের সার্বিক শিক্ষার উন্নয়নের কথা চিন্তা করে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী'র তৎকালীন পরিচালক জনাব মোঃ নূরুল হক (প্রয়াত) এর পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা-চেতনার দ্বারা মাটির ঘরে ১৯৮৫ সালের ১৫ই এপ্রিল আজকের আলোকিত পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের যাত্রা শুরু হয়। তিল তিল করে গড়ে ওঠা আজকের এই একাডেমী এ পর্যায়ে আসার পিছনে যাঁদের অবদান সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য তাঁরা হলেন– সাবেক মহাপরিচালক জনাব আব্দুল মূয়ীদ চৌধুরী, তাঁর সহধর্মিনী বেগম কুদসিয়া মূয়ীদ চৌধুরী, মোঃ আব্দুর রহিম এবং বর্তমান মহাপরিচালক প্রকৌশলী জনাব এম এ মতিন।

১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি প্রথম পল্লী উন্নয়ন একাডেমী জাতীয় সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সেচ প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করি। যোগদানের পর থেকে আমি একাডেমীর চারপাশে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি এবং অনেকেই আমাকে বলেছে মোমবাতির নিচে অন্ধকার। কারণ, একাডেমীর আশে পাশের লোকজনের প্রায় সকলেরই আর্থ-সামাজিক অবস্থা দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল। তাদের আবাসন ব্যবস্থা ছিল নিম্নমানের। টয়লেট-বাথরুম ছিল না, লাইটিং ছিল না, বিশুদ্ধ খাবার পানি ছিল না, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও শিক্ষার হার ছিল অত্যন্ত কম। ছেলে-মেয়েদের ভাল জায়গায় বিয়ে দিতে পারত না। একাডেমীর চারপাশে রোগ-ব্যাধি লেগেই থাকতো।

একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ ও একাডেমীর নিবিড় পরিচর্যার কারণে একাডেমীর চারপাশ আজ আলোকিত হয়ে উঠেছে। যেমন–

- প্রত্যেক বাড়ির লোকজনের মন-মানসিকতা ও চিন্তাচেতনার পরিবর্তনের পাশাপাশি লাইভ স্টাইলের পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে।
- সকলেই স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করছে।
- খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন হয়েছে।
- বাড়িতে আসবাবপত্রের মান উন্নত হয়েছে।
- সকলেই নিরাপদ পানি ব্যবহার করছে।
- অষ্টম শ্রেণির নিচে ছেলে-মেয়ে পাওয়া কঠিন।
- ছেলে-মেয়েদের বিয়ে উন্নত পরিবারে হচ্ছে।
- বহিরাগত ছেলেমেয়েরা একাডেমীর চারপাশে বসবাসরত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সাথে বিবাহে আগ্রহী হচ্ছে। সেই সাথে মানুষের শহরমুখী হওয়া প্রবনতার কমে যাচ্ছে।
- কর্মসংস্থানের নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে।
- প্রত্যেকের বাড়িতে রেডিও-টেলিভিশন আছে।
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য ও একাডেমীতে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার জন্য একাডেমীর চারপাশের বাসা-বাড়ি ভাড়া নেয়ারও প্রবণতা বেড়ে গেছে।
- যেখানে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী চার পাশে অজপাড়াগাঁ ছিল সেখানে আজ মধ্যম মানের নগরায়ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
- এলাকাবাসীর সুবিধার জন্য অত্যন্ত একাডেমীর সামনে সুন্দর মার্কেট ও কাঁচা বাজার গড়ে উঠেছে এছাড়াও এখান থেকে সবজি, দুধ, দই, আচার বিক্রির জন্য ঢাকাতে চলে যাচ্ছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের অনেক ছাত্র-ছাত্রী তথা কামার, কুমার, তাঁতী, রিক্সাচালকের ছেলে-মেয়েরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, ক্যাডার সার্ভিস ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ফলাফলের ক্ষেত্রে রাজশাহী বোর্ডেই শুধু নয় জাতীয় পর্যায়েও প্রতিষ্ঠানটি তার স্বনামের দ্যূতি ছড়াচ্ছে।

একাডেমী কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধায়ন, শিক্ষকদের আন্তরিকতা এবং শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টায় এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন পর্যায়ে ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করে থাকে। যেমন- প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উপজেলার জন্য নির্ধারিত কোটার অধিকাংশ লাভ; জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষায় জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে স্থান লাভ; চিত্রাঙ্কন, নৃত্য, সঙ্গীত, বিতর্ক ইত্যাদি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় একইভাবে জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে স্থান লাভের গৌরব অর্জন করে এ প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি স্কাউটিং এর মতো সহশিক্ষা কর্মকান্ডেও প্রেসিডেন্ট পদক লাভ এবং দেশে-বিদেশে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্বগৌরব অংশগ্রহণের কৃতিত্ব বহন করে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ। ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত ৫ম বাংলাদেশ জাতীয় ও চতুর্দশ এশিয়া প্যাসিফিক স্কাউট জাম্বুরিতে এটি ১ম স্থান লাভ করে; ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত ৭ম বাংলাদেশ ও ৪র্থ সার্ক জাম্বুরিতে ১ম স্থান লাভ করে; ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় ৮ম বাংলাদেশ জাতীয় সৃজনী স্কাউট ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে ১ম স্থান অধিকার করে; ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত ৮ম বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরিতে ১ম স্থান অধিকার করে। এছাড়া ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮ ও ২০০৯ সালে এ প্রতিষ্ঠানের একাধিক শিক্ষার্থী মর্যাদাপূর্ণ প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড লাভ করে।

জীবন চলার পথেকে সুষমামন্ডিত করতে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী

ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজটি তিল তিল করে গড়ে উঠে আজ গোলাপ ফুলের মত প্রস্ফুটিত, যে ফুলের সুবাসে আজ একাডেমীর চারপাশকে তথা সারা বাংলাদেশকে আলোকিত করছে। যে আলোয় আজ আমরা সবাই আলোকিত।

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ পুনর্গঠন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে দেশের দারিদ্র্যপীড়িত উত্তরাঞ্চলে পল্লী উন্নয়ন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা অন্যতম। তিনি যথার্থই অনুভব করেছিলেন যে, গ্রামভিত্তিক বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে তিনি BARD এর আদলে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া প্রতিষ্ঠা করেন। এ মহানায়ককে আমরা স্বশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি এবং মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে আমাদের প্রার্থনা তাঁর কৃতকর্মের জন্য তিনি যেন বেহেস্তবাসী হন।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ১৯৭৪ সালে জন্ম লাভ করলেও তিল তিল করে ৪২ বছরে গড়ে উঠেছে এক অসাধারণ প্রতিষ্ঠান। যার আলো আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে গেছে। চির সবুজ একাডেমী এখন অনেকের কাছে দৃষ্টি নন্দন হয়ে উঠেছে।

একাডেমীর প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করলেই হাতের ডানে প্রথমেই চোখে পড়বে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সেন্টার 'সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র'। যা প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলেন- সর্বজনাব এম এ মতিন, মাহমুদ হোসেন খান, মোঃ নজরুল ইসলাম খান। সেন্টারটিতে প্রায় ৩০০ লোকের কর্মসংস্থান তথা সারা বাংলাদেশে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে যার ফলে টেকসই উন্নয়নের স্বপ্ন সফল বাস্তবায়ন হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প শেষ হলেও আজ আর কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকুরি হারিয়ে বাড়ি যেতে হয় না। সরকার খুশি হয়ে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের মত আরও ৬টি কেন্দ্র একাডেমী পরিচালনা পর্ষদে অনুমোদন দেয়। সেন্টারগুলো নিম্নরূপ-

১। সীড ও বায়োটেকনোলজী সেন্টার; ২। ক্যাটেল রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার; ৩। রিনিউএ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার; ৪। চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিসার্চ সেন্টার; ৫। সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট; ৬। পল্লী পাঠশালা সেন্টার। সেন্টারগুলোর মাধ্যমে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন ও প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থানের বিরল দৃষ্টান্ত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

অতঃপর সিআইডব্লিউএম হতে আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগোলে দেখা যাবে ড. এ কে এম জাকারিয়া, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মহোদয়ের অসামান্য সংগ্রহ খনার বচন যা আজ বিলুপ্তির পথে চলে গিয়েছিল। সেগুলো দর্শনার্থী, প্রশিক্ষণার্থী, নীতি নির্ধারকবৃন্দ কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখেন এবং লিপিবদ্ধ করেন, যা তাঁরা ফিরে গিয়ে কাজে লাগাবেন এবং মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিবেন এটাই আমাদের বিশ্বাস। তারপর একটু সামনে এগোলেই একাডেমী প্রশাসনিক ভবন যার সামনে অত্যন্ত সুন্দর, দৃষ্টিনন্দন ঘাট বাঁধানো পুকুর এবং পুকুরের চারদিকে ও একাডেমীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের বিরল প্রজাতির বৃক্ষরাজি, যেখানে প্রতিটি বৃক্ষের বৈজ্ঞানিক নাম এবং বৃক্ষের উপকারিতা লিপিবদ্ধ রয়েছে। যার ফলে দর্শনার্থীরা কতভাবেই না উপকৃত হচ্ছেন যা আমার কলমের আঁচড়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

একাডেমীর হাই-ওয়ে টু হ্যাভেন দেখলেই সকলের চোখ জুড়িয়ে যাবে। যেখানে সকল বিরল প্রজাতির গাছপালা সংগ্রহ করা আছে যা বাড়ির আনাচে-কানাচে লাগালে আমাদের পুষ্টির চাহিদা তথা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। একাডেমীর প্রদর্শনী খামারটি ভারতের এনআইআরডি'র আদলে টেকনোলজি পার্ক হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়া হোস্টেলের পাশ দিয়ে ইকো পার্ক তৈরি করা হচ্ছে, যার অবদানও কম নয়। যার ফলে একাডেমী ক্যাম্পাসে এখন প্রাণ ভরে নির্মল বিশুদ্ধ (অক্সিজেন) নিঃশ্বাস নেওয়া এবং ফেলার এক উত্তম জায়গা। যেখানে পাখির কলকাকুলিতে সকালের ঘুম ভাঙে। শরীর ও মনকে সতেজ ও সুস্থ্য রাখার জন্য একাডেমীর বাউন্ডারি ওয়ালের পাশ দিয়ে হেঁটে চলার সুব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে গাড়ীর নিচে চাপা পড়ে মারা যাওয়ার কোন আশঙ্কা নেই।

ফসল, প্রাণীজ, আমিষ ও মৎস্য আমাদের সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকার জন্য একান্ত জরুরী। একাডেমী'র এ খামারে প্রথম পর্যায়ে পানির অভাবে কোন প্রকার ফসল ফলানো সম্ভব হতো না সেখানে একাডেমীর প্রকৌশলী, কৃষিবীদদের অক্লান্ত পরিশ্রমে মাটির নিচ থেকে পানি তুলে এবং বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে আজ একাডেমীকে চির সবুজ এবং খাদ্যের রোল মডেল হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে এবং বিভিন্ন মডেল মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করে ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে ন্যূনতম হলেও সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মাঠ পর্যায়ে প্রযুক্তি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও টেকসই করতে একাডেমীর সমাজবিজ্ঞানীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

একাডেমী ইতোমধ্যেই তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদকে ভূষিত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– স্বাধীনতা পদক-২০০৪, আন্তর্জাতিক কমিউনিকেশন অ্যাওয়ার্ড-২০০৪, বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার (গোল্ড)-১৪১৫ বঙ্গাব্দ, বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার (সিলভার)- ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, African-Asian Rural Development Award, AARDO, Delhi-2012 (২৯দেশের মধ্যে বাংলাদেশ এই প্রথম পল্লী উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে)

আজ একাডেমী যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে আমি অকুণ্ঠ চিত্তে স্মরণ করছি একাডেমীর জন্ম থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত সকল মহাপরিচালক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সুন্দর একাডেমী গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের একটাই চাওয়া যেখানে আমরা একাডেমীকে রেখে যাচ্ছি সেখান থেকে একাডেমীকে আরও উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য আমাদের সবাইকে একাত্ম হয়ে একাডেমীকে ভালোবাসতে হবে এবং উৎসর্গীকৃতভাবে কাজ করে যেতে হবে। যার বিনিময়ে ভবিষ্যতে একাডেমীর ঐতিহ্য আরো বৃদ্ধি পাবে, বিশেষ করে একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ'র সুনাম অক্ষুন্ন থাকবে। সর্বপোরি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে একাডেমী পল্লী উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে জায়গা করে নিবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) পল্লী উন্নয়নে অনন্য একাডেমী; অক্টোবর, ২০১২, আইয়ুব হোসেন

২) প্রতিষ্ঠার ৪০ বছর সবুজ উন্নয়নের ০৪ দশক; ১৯ জুন, ২০১৪, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

প্রকৌশলী মোঃ নজরুল ইসলাম খান
পরিচালক (প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ)
উপদেষ্টা
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ এ্যালামনাই